মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৯

(১)অতঃপর তিনি নৌকায় উঠে লেক পাড়ি দিয়ে তাঁর নিজের শহরে এলেন। (২)তখনই কিছু লোক বিছানায় শোয়ানো এক অবশরোগীকে তাঁর কাছে নিয়ে এলো। হযরত ইসা আ. তাদের ইমান দেখে সেই অবশরোগীকে বললেন, "সন্তান আমার, সাহস করো; তোমার গুনাহ মাফ করা হলো।"

(৩)এতে কয়েকজন আলিম মনে মনে বলতে লাগলেন, "এই লোকটি কুফরি করছে।" (৪)কিন্তু হযরত ইসা আ. তাদের মনের চিন্তা বুঝতে পেরে বললেন, "কেনো তোমরা মনে মনে খারাপ চিন্তা করছো? (৫)কোনটি বলা সহজ- 'তোমার গুনাহ মাফ করা হলো' নাকি 'উঠে দাঁড়াও এবং হেঁটে বেড়াও'? (৬)কিন্তু তোমরা যেনো জানতে পারো যে, এই দুনিয়াতে গুনাহ মাফ করার অধিকার ইবনুল-ইনসানের আছে"-¬ অতঃপর তিনি সেই অবশরোগীকে বললেন- "ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে বাড়ি চলে যাও।" (৭)তখন সে উঠে দাঁড়ালো এবং তার বাড়ি ফিরে গেলো। (৮)লোকেরা এ-ঘটনা দেখে সশ্রদ্ধ ভয়ে ভীত হলো এবং আল্লাহ মানুষকে এমন অধিকার দিয়েছেন দেখে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো।

(৯)সেই জায়গা থেকে চলে যাবার পথে হযরত ইসা আ. দেখলেন, মথি নামে এক লোক কর আদায় করার ঘরে বসে আছেন। তিনি তাকে বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো।" আর তিনি উঠে তাঁকে অনুসরণ করলেন। (১০)পরে তিনি যখন

ঘরের ভেতরে খেতে বসলেন, তখন অনেক কর-আদায়কারী ও গুনাহগারেরা এসে তাঁর ও সাহাবিদের সাথে বসলো।

(১১)তা দেখে ফরিসিরা তাঁর সাহাবিদের বললেন, "তোমাদের ওস্তাদ কর-আদায়কারী ও গুনাহগারদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করেন কেনো?" (১২)একথা শুনে তিনি বললেন, "সুস্থদের জন্য ডাক্তারের দরকার নেই, বরং অসুস্থদের জন্যই দরকার আছে।

(১৩)'আমি দয়া চাই, কোরবানি নয়- একথার অর্থ কী, তা গিয়ে শেখো।' কারণ আমি আল্লাহর হুকুমের প্রতি বাধ্যদের নয়, বরং গুনাহগারদেরই ডাকতে এসেছি।"

(১৪)পরে হযরত ইয়াহিয়ার সাহাবিরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "আমরা ও ফরিসিরা প্রায়ই রোজা রাখি কিন্তু আপনার সাহাবিরা রোজা রাখেন না কেনো?" (১৫)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "বর সাথে থাকতে কি বিয়ে বাড়ির মেহমানরা দুঃখ করতে পারে? কিন্তু সময় আসছে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা রোজা রাখবে।

(১৬)পুরোনো কাপড়ে কেউ নতুন কাপড়ের তালি দেয় না। যদি দেয়, তাহলে সেই পুরোনো কাপড় থেকে নতুন তালিটি ছিঁড়ে আসে; তাতে সেই ছেঁড়া আরো বড়ো হয়। (১৭)পুরোনো চামড়ার থলিতে কেউ টাটকা আঙুররস রাখে না। রাখলে থলি ফেটে গিয়ে সেই রস পড়ে যায় এবং থলিও নষ্ট হয়। লোকে নতুন থলিতেই টাটকা আঙুররস রাখে; তাতে দুটোই রক্ষা পায়।"

(১৮)হযরত ইসা আ. যখন তাদেরকে এসব কথা বলছিলেন, তখনই একজন ইহুদি নেতা এলেন এবং তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললেন, "আমার মেয়েটি

এইমাত্র মারা গেছে কিন্তু আপনি এসে তার ওপর হাত রাখুন, তাতে সে বেঁচে উঠবে।”

(১৯)তখন হযরত ইসা আ. উঠলেন এবং সাহাবিদের নিয়ে তার সাথে চললেন। (২০)এমন সময় এক মহিলা পেছন থেকে এসে তাঁর চাদরের ঝালরটি ছুঁলো। (২১)এই মহিলা বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে ভুগছিলো। সে মনে মনে বলছিলো, “যদি আমি তাঁর চাদরটিও ছুঁতে পারি, তাহলে আমি অবশ্যই সুস্থ হয়ে উঠবো।” (২২)হযরত ইসা আ. ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, “মা, সাহস করো; তোমার ইমান তোমাকে সুস্থ করেছে।” এবং তখনই সেই মহিলা সুস্থ হয়ে গেলো।

(২৩)হযরত ইসা আ. সেই নেতার বাড়িতে পৌঁছে দেখতে পেলেন, বাঁশি-বাজিয়েরা রয়েছে এবং লোকেরা কোলাহল করছে। (২৪)তিনি তখন বললেন, “এখান থেকে যাও, মেয়েটি মরেনি, ঘুমোচ্ছে।” ফলে তারা তাকে উপহাস করতে লাগলো। (২৫)কিন্তু ঘর থেকে লোকদের বের করে দেবার পর তিনি ভেতরে গিয়ে তার হাত ধরলেন, তাতে মেয়েটি উঠে বসলো।

(২৬)এবং এই ঘটনার কথা সেই এলাকার সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো।

(২৭)হযরত ইসা আ. সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাবার সময় দু’জন অন্ধ তাঁর পেছনে পেছনে চললো। তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, “হে দাউদের সন্তান, আমাদের প্রতি রহম করুন!” (২৮)তিনি ঘরে ঢোকার পর সেই অন্ধরা তাঁর কাছে এলো। তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “তোমরা কি বিশ্বাস করো যে, আমি তা করতে পারি?” তারা বললো, “জি, হুজুর।”

(২৯)অতঃপর তিনি তাদের চোখ ছুঁয়ে বললেন, “তোমরা যেমন বিশ্বাস করেছো, তোমাদের প্রতি তেমনই হোক।” তখন তাদের চোখ খুলে গেলো।

(৩০)হযরত ইসা আ. খুব কঠোরভাবে তাদের হুকুম দিয়ে বললেন, “দেখো, কেউই যেনো এই ঘটনা জানতে না পারে।” (৩১)কিন্তু তারা বাইরে গিয়ে সেই এলাকার সব জায়গায় তাঁর খবর ছড়িয়ে দিলো।

(৩২)তারা চলে গেলে ভূতে পাওয়া এক বোবাকে তাঁর কাছে আনা হলো। (৩৩)ভূত ছাড়াবার পর বোবা কথা বলতে লাগলো। এতে সকলে অবাক হয়ে বললো, বনি-ইসরাইলের মধ্যে আর কখনো এরকম দেখা যায়নি।” (৩৪)কিন্তু ফরিসিরা বললেন, “সে ভূতদের রাজার সাহায্যে ভূত ছাড়ায়।”

(৩৫)হযরত ইসা আ. শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের সিনাগোগ-গুলোতে শিক্ষা দিতে ও বেহেস্তি রাজ্যের সুখবর প্রচার করতে লাগলেন; এবং সব রকমের অসুস্থদের সুস্থ করতে লাগলেন।

(৩৬)লোকদের ভিড় দেখে তাদের জন্য তাঁর মমতা হলো, কারণ তারা রাখালহীন ভেড়ার মতো ক্লান্ত ও অসহায় ছিলো। (৩৭)তখন তিনি তাঁর সাহাবিদের বললেন, “ফসল সত্যিই অনেক কিন্তু কাজ করার লোক কম। (৩৮)অতএব, ফসলের মালিকের কাছে অনুরোধ করো, যেনো তিনি তাঁর ফসলের মাঠে কাজ করার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন।”